দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 19 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৫ ...

সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও দক্ষ লাইব্রেরিয়ান ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ হয় না

------ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত মরহুম মুহাম্মদ সিদ্দিক খানের (এমএস খান) স্মরণসভায় দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, সুশিক্ষার জন্য কেবল পাঠ্যবই যথেষ্ট হতে পারে না, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি এবং দক্ষ লাইব্রেরিয়ান ব্যতীত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ হয় না। অথচ বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরির সুবিধা হতে বঞ্চিত। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সমৃদ্ধ লাইব্রেরি

(প্রথম পৃঃ পর)

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি ভবনের সেমিনার কক্ষে এমএস খানের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। ল্যাব-এমএস খান ফাউন্ডেশন ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এ সভার আয়োজন করে। ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. এম আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ নাসিরউদ্দিন মুন্সি প্রমুখ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের সাবেক গ্রন্থাগারিক আবু বকর সিদ্দিক।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এমএস খানের মহৎ গুণাবলী ও গ্রন্থাগার গড়ার প্রতি তার অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, দূরদর্শিতাসম্পন্ন মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বলে এমএস খান শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পেরেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অনেক মহৎ ব্যক্তির আগমন হয়েছে। কিন্তু তাদের মহৎ গুণাবলীর যথাযথ অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছি বলেই জাতি হিসেবে আমরা মহত্ত্ব অর্জন করতে পারছি না। মর্যাদাশীল জাতি গড়ার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। তিনি আরো বলেন, মহৎ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও গুণাবলী অর্জন এবং অনুসরণ করতে পারলেই আমরা জাতি হিসেবে বড় হতে পারবো। নীতি ও আদর্শহীনদের প্রশ্রয় দিয়ে কোন জাতি উন্নতি করতে পারেনি। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে যাদের জ্ঞান সম্পদ রয়েছে তারা জাতি হিসেবে উন্নত। কিন্তু বাংলাদেশে সে জ্ঞান সম্পদকে অবহেলা করা হচ্ছে। এটা দেশের জন্য সুলক্ষণ নয়। আমাদের জ্ঞানার্জনকে উৎসাহিত এবং জ্ঞানী ও মহৎ লোকদের মূল্যায়ন করতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গিকে বড় করতে হবে।

অধ্যাপক হারুন-উর-রশীদ বলেন, এমএস খান এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু না করলে আমরা এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে যেতাম। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পর্যন্ত লাইব্রেরী সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেন না। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত এখনও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

ড. নাসির উদ্দিন মুন্সি বলেন, এমএস খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হলে এক্ষেত্রে জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।

ড. আব্দুস সাত্তার বলেন, সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এদেশে গ্রন্থাগার বিষয়টির ব্যাপক বিকাশ ঘটেনি। সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার না থাকলে শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করে না।

সভায় কবি শামসুর রাহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের যাতে অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয় সেজন্য একটি কল্যাণ সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বক্তারা ঐকমত্য পোষণ করেন। সভাশেষে এমএস খানের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মিলাদের আয়োজন করা হয়।